দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের বুলি আর কত শোনা যাইবে

আনোয়ার আলদীন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে গত পাঁচ বছরে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আবাসিক হল ত্যাগের জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশবার চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করা হইলেও কখনই নির্দেশ পুরাপুরি কার্যকর হয় নাই। এই সময়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও

(১১শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

উহা যেন 'প্রহসনে' পরিণত হইয়াছে। সন্ত্রাসীদের দৌর্দণ্ড প্রতাপের মুখে 'সিদ্ধান্ত' এবং 'নির্দেশ' গুলি 'কাগুজে বাঘের' পরিণতি বরণ করিয়াছে। বহিরাগত অছাত্র সন্ত্রাসীরা নিরাপদে হলে হলে অবস্থান বজায় রাখিয়াছে। ক্যাম্পাসে তাহারা পুরাদস্তর সন্ত্রাস রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্যাম্পাস পরিণত হইয়াছে 'কিলিং জোন'-এ। ক্যাম্পাস এলাকায় সন্ত্রাস দমনে আড়াই শত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকিলেও তাহাদের ভূমিকা অনেকাংশে 'দর্শক'সুলভ। তাহাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসীরাও অস্ত্র হাতে নিয়া হল গেট পাহারা দেয়। যেন পুলিশ-সন্ত্রাসী গলায় গলায় ভাব।। জানা গিয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট ও হল প্রভোষ্ট কমিটি গত ৫ বছরে ক্যাম্পাস সন্ত্রাস মুক্ত করিতে ৩৭টি বৈঠক করিয়া বহিরাগতদের হল ত্যাগের নির্দেশ জারি করে। পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৩ দফা বৈঠক করিয়া সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার ধিষয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু উহা বাস্তবায়ন হয় নাই। ১৯৯২ সালে ১০ বার, '৯৩ সালে ৯ বার, '৯৪ সালে ৮ বার, '৯৫ সালে ৯ বার এবং '৯৬ সালে ১১ বার কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া তাহাদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। সর্বশেষ গত ২৬শে জানুয়ারী কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের হল ত্যাগের চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়। ২৭শে জানুয়ারী পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত অপর এক যৌথ বৈঠকে সন্ত্রাসীদের আটক ও হল তল্লাশীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও উহা এখনও কার্যকর হয় নাই। বহিরাগতরা আবাসিক হলগুলিতে পূর্বের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। অস্ত্র নিয়া মহড়া দিতেছে।

তবে গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল হইতে বহিরাগত মুক্ত কার্যক্রমের একটি উদ্যোগ কিছুটা সফল হয়। ঐ সময় ভিসি, হল প্রভোষ্ট, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আবাসিক ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করিয়া হলে প্রবেশ করান হয়। যদিও পরবর্তীতে এই কার্যক্রম ভাঙ্গিয়া পড়ে। এক পর্যায়ে বহিরাগতদেরই হলগেটে দাঁড়াইয়া ছাত্রদের পরিচয় পত্র চেক করিতে দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী থাকিলেও সন্ত্রাসীদের সংখ্যা শতাধিক। ইহাদের অস্ত্র-রসদ-মদদ-এর যোগান দেয় বহিরাগত মাস্তানরা। রাজধানীতে খুন-ছিনতাই-রাহাজানি ইত্যাদি অপকাণ্ড ঘটাইয়া সন্ত্রাসীরা হলগুলিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। দেখা গিয়াছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনগুলির ক্যাডার'রা বিশেষ পুলিশী অভিযান হইতে আত্মরক্ষা করিতে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিকে নিরাপদ স্থান হিসাবে বাছিয়া নেয়।